

যোয়লেরে পুস্তক এবং লাওদকীয় সপ্তম-দনি অ্যাডভেন্টস্টি চার্চ — সংখ্যা ষোলো

Jeff Pippenger

2025-12-22

নম্বর ষোল

প্রধান বিষয়টি আলোচনা তোলার আগে এত কথা বলার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। আমরা সরাসরি যোয়লেরে গ্রন্থটি বিবেচনা করার সময় যে যুক্তি প্রয়োগ করতে চাই, তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কয়েকটি ভাববাদী সূত্র আগে থেকেই স্থাপন করতে চাই। আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে যোয়লেরে গ্রন্থে "cut off" হিসেবে অনুদতি হিব্রু শব্দটির শিকিড় আব্রাহামের যুগে বলদানের মাধ্যমে চুক্তি প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিতে নহিতি।

জাগো, হে মাতালরা, এবং কাঁদো; নতুন মদের কারণে হাহাকার করো, হে সকল মদপায়ীরা; কারণ তা তোমাদের মুখ থেকে কটে নেওয়া হয়েছে। যোয়লে ১:৫।

'cut off' এর হিব্রু শব্দটি H3772, এবং এটি একটি প্রাথমিক ধাতু যার অর্থ 'কাটা (কটে ফেলা, নচি ফেলা বা বচিছিন্ন করা); ইঙ্গিতে ধ্বংস করা বা গ্রাস করা; বিশেষভাবে চুক্তি করা (অর্থাৎ, মতেরী বা সমঝোতা করা, মূলত মাংস কটে টুকরোগুলোর মাঝ দিয়ে অতিক্রম করার মাধ্যমে)।'

আমি উপলব্ধি করি যে 'cut off' বাক্যাংশটির সূত্রসমূহ সংজ্ঞা ব্যাকরণগত অর্থে একে 'আদমি ধাতু' বলে। এই কথা মাথায় রেখে, চুক্তি ও আব্রাহামের সঙ্গু সম্বন্ধে 'করতন' নিরীক্ষণ করে যে চুক্তির আলো শব্দটির সঙ্গু সংযুক্ত, এবং সেই আলো শব্দটিরই আদমি ঐতিহাসিক মূল্যে প্রতিষ্ঠিত। চুক্তির ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে 'cut' তার আদমি শিকিড়ের ভিত্তিতে এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীক; এবং ব্যাকরণগত দিক থেকেও একে আদমি ধাতু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

পঞ্চম পদে ঘোষণাটিকে কেবল এটাই শনাক্ত করে না যে 'নতুন মদ' দ্বারা প্রতীকায়িত শব্দের বৃষ্টির বারতা তাদের নই, বরং এটিও যে তারা 'সেই মুহূর্তেই' ঈশ্বরের চুক্তিবিধ জনগণ হিসেবে প্রত্যাখ্যাত, একটি চুক্তিবিধ জনগণ যারা তাদের 'প্রাথমিক শিকিড়' আব্রাহাম পর্যায়ে অনুসরণ করে।

চল্লিশ বছর ধরে মরুভূমিতে কাটিয়ে যে প্রজন্ম মারা গিয়েছিল, তারা নিজদের আদমি শিকিড় আব্রাহামের কাছেই খুঁজে পেয়েছিল—অর্থাৎ 'বহু জাতির পতি'। যোশুয়ার সঙ্গু প্রতিনিধিত্ব দশে প্রবেশ করা প্রজন্মও নিজদের আদমি শিকিড় আব্রাহামের কাছেই খুঁজে পেয়েছিল। যসেব ইহুদি খ্রীষ্টকে ক্রুশবিধ করছিল, তারাও নিজদের আদমি শিকিড় আব্রাহামের কাছেই খুঁজে পেয়েছিল। অন্ধকার যুগ থেকে বেরিয়ে আসা প্রোটেস্ট্যান্টরা, এবং যাদের ১৮৪৪ সালে ঈশ্বরের নিরীচি চুক্তিবিধ জাতি হিসেবে পরীক্ষা করে পাশ কাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারাও নিজদের আদমি শিকিড় আব্রাহামের কাছেই খুঁজে পেয়েছিল। ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর অতি পবিত্র স্থানে প্রবেশ করা মলিরাইট ফিলিডলেফীয় আন্দোলনও নিজদের আদমি শিকিড় আব্রাহামের কাছেই খুঁজে পেয়েছিল। ১৮৬৩ সালে যেরিহো পুনর্নির্মাণ করা মলিরাইট লাওদকীয় আন্দোলনও নিজদের আদমি শিকিড় আব্রাহামের কাছেই খুঁজে পেয়েছিল। শীঘ্র-আসন্ন রবিবার আইনের সময় যা প্রভুর মুখ থেকে উগরে ফেলা হয়, সেই লাওদকীয়

সপ্তম-দবিস অ্যাডভেন্টসিট চার্চও নজিদের আদমি শকিড আব্রাহামের কাছেই খুঁজে পয়েছিলি। ওই সব প্রজন্মই দ্রাক্ষাক্ষতেরে দৃষ্টান্ত পূরণ করছে বা করবে।

যোয়লেরে গ্রন্থে বর্ণনা মদ্যপরা জগে দেখে যে তারা ঈশ্বরেরে জাত হিসেবে বাতলি হয়ছে, এবং তাদের কাছে অন্তিমি বৃষ্টির বারতাও নহে। তখন তার উল্টোটাই সত্য। যাদেরকে যোয়লে "গোরবেরে মুকুট" পরহিতি বলে চহ্নিতি করনে, তারা তখন চুক্তিতে প্রবশে করে, মোহরতি হয় এবং অরুঘ্য হিসেবে তুলে ধরা হয়। ঈশ্বর ও এক নরিবাচতি জাতরি মধ্যযে প্রথম অনুমোদতি চুক্তিটি শুরু হয়ছিলি সেই একই "করতন" দয়ি, যা ঈশ্বরেরে লোকদেরে চূড়ান্ত বলদানে প্রতিনিধিতিব করে—যার সূচনা রববারেরে আইন প্রবর্তনেরে সঙগে। এই "করতন"ই গম ও আগাছার পৃথকীকরণ। আগাছাগুলি প্রত্যাখ্যাত হয়ে আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়, আর গমগুলো পনেটকোস্টেরে প্রথমফল গম-অরুঘ্য হিসেবে গাঁট বঁধে একত্র করা হয়, যা পরে "যমেন প্রবকোর বছরে" তমেনই উচ্চে তোলা হয়।

সাধারণত চারটি স্থানকে আব্রাহামেরে চুক্তিকে প্রতিনিধিতিবকারী হিসেবে নরিদশে করা হয়। উৎপত্তি ১২-এ আব্রাহামকে 'ডাকা' হয় এবং তাঁকে একটি মহান জাততিে পরিণত করার প্রতশিরুতি দেওয়া হয়। এটি চুক্তির অংশ নয়, বরং এটি একটি প্রতশিরুতির আহ্বান। সেই সময় তাঁর নাম ছিল আব্রাম, কারণ চুক্তিমূলক সম্পর্কেরে একটি প্রতীক হলো নামেরে পরিবর্তন। চুক্তির চারটি ধাপেরে তৃতীয়টিতে আব্রামেরে নাম পরিবর্ততি হয়।

যখন ঈশ্বর আব্রাহামেরে কাছে প্রতজিঞা করলনে, তখন নজিরে চয়ে বড় কারোর নামে শপথ করার কটে না থাকায় তিনি নজিরে নামেই শপথ করলনে, বললনে, 'নশিচয়ই আশীর্বাদে আমা তিোমাকে আশীর্বাদ করব, আর সংখ্যাবৃদ্ধতিে তোমাকে বৃদ্ধি করব।' আর এইভাবে, তিনি ধিরৈষ সহকারে অপেক্ষা করার পর প্রতজিঞার ফল পলেনে। কারণ মানুষ তো নশিচয়ই নজিদেরে চয়ে বড় কারোর নামে শপথ করে; আর নশিচতি করার জন্য শপথ তাদের কাছে সকল বিবাদেরে অবসান। এই কারণে ঈশ্বর, প্রতজিঞার উত্তরাধিকারীদেরে কাছে তাঁর পরামর্শেরে অপরবর্তনীযতা আরও স্পষ্টভাবে দেখাতে ইচ্ছা করে, শপথেরে দ্বারা তা নশিচতি করলনে, যাতে দুটি অপরবর্তনীয বিষয়েরে দ্বারা—যেগুলোর কোনোটাই ঈশ্বরেরে পক্ষে মথিখা বলা অসমভব—আমরা, যারা আমাদের সামনে স্থাপতি আশাকে আঁকড়ে ধরতে আশ্রয় নতিে পালয়িে এসছে, দৃঢ় সান্ত্বনা পাই। এই আশাটি আমাদের আত্মার জন্য একটি নোঙর—নশিচতি ও অটল—যা প্রদার অন্তরে প্রবশে করে; যখনে আমাদের জন্য অগ্রদূত হিসাবে যীশু প্রবশে করছেন, যনি মলেকসিদেকেরে ক্রম অনুসারে চরিদিনেরে জন্য মহাযাজক হয়েছেন। ইব্রীয় ৬:১৩-২০।

এই আহ্বানটি ছিলি আব্রামেরে প্রত ঈশ্বরেরে প্রতশিরুতি, এবং তিনি পরবর্তীকালে দেওয়া "শপথ" দ্বারা দ্বিতীয় সাক্ষ্য প্রদান করলনে। পরবর্তী সেই "শপথ" ছিলি ত্রবিধি। প্রতশিরুতির আহ্বান—যা ছিলি প্রথম ধাপ—এর পর, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপই নরিবাচতি এক জাতরি সঙগে ঈশ্বরেরে প্রকৃত ত্রবিধি চুক্তি। আদপিস্তকরে পনরো অধ্যায়ে ঈশ্বর এক নাটকীয় আচার-অনুষ্ঠানেরে মাধ্যমে আনুষ্ঠানকিভাবে চুক্তিটি "কাটনে" (স্থাপন করনে); সখোনে ঈশ্বর একাই দ্বিখিণ্ডতি পশুগুলোর মাঝ দয়িে অতিক্রম করনে এবং আব্রাহামেরে বংশধরদেরে ভূমিশ্রিতহীনভাবে প্রতশিরুতি দিনে। প্রতশিরুত ভূমিটি দুই নদীর মধ্যবর্তী এক ভূখণ্ড হিসেবে উপস্থাপতি হয়েছিলি; মশিরেরে নদী এবং ইউফরটেসি নদী। ত্রবিধি চুক্তির প্রথম ধাপে দুই নদীর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীকবাদেরে সরাসরি উল্লেখ রয়েছে, এবং সেই প্রতীকেরে সঙগে সংশ্লিষ্ট সবকছিরও। যখন অনুপ্ররেণা উলাই ও হদিদকেলে নদীগুলকি

এমন ঘটনা হসিবে নরিদশে করে, যা এখন পরপূরতির প্রকরযায় আছে, তখন ঐ দুই নদী আব্রামরে ভবষিযদ্বাণীতে প্রতীকায়তি ছিল। প্রকেষাপটটি আব্রামরে দুই নদীর মধ্যবর্তী; যা দানযিলেরে দুই নদীর সঙ্গে মলিতি হলে চারটি নদী হয়, কারণ খ্রস্টিরে কণ্ঠ বহু জলরে শব্দরে ন্যায়।

সহে একই দিনে প্রভু আব্রামরে সঙ্গে চুক্তিকরলনে এবং বললনে, তোমার বংশধরদরে আমি ঐই দেশে দয়িছে—মশিররে নদী থেকে সহে মহা নদী, ইউফ্রটেসি নদী পর্যন্ত: কনৌয়রা, কনেজিজীয়রা, কদমনীয়রা, হতীয়রা, পরেজিজীয়রা, রফোয়ীমরা, আমৌরীয়রা, কানানীয়রা, গরিগাশীয়রা এবং ইবুসীয়রা। আদি পুস্তক ১৫:১৮-২১।

আব্রামকে যে দেশে প্রতশ্রুতি দেওয়া হয়ছিলি, তা আসলে সমগ্র পৃথিবী, যা শেষে কালে দশ রাজা দ্বারা প্রতীকায়তি; অথচ চুক্তির প্রথম দিনগুলোতে তা রাজা নয়, দশটি গোট হসিবে তালকিভুক্ত ছিল। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার সমগ্র বশ্বরে সঙ্গে সংঘাতে থাকবে। এরপর পৃথিবী রববাররে উপাসনা বলপূর্বক আরোপরে পরীক্ষা-প্রকরযায় জড়তি হবে—এক বশ্ব সরকাররে অধীনে, প্রকাশতি বাক্য সতরেোর রক্তবরণ ব্যভিচারিণীর নরিদশেনায়, যে পৃথিবীর দশ রাজার ওপর রাজত্ব করে। আব্রামরে কষতেরে, পশুর মুরতির গরিজা-রাষ্ট্র প্রতীকটি উপস্থাপতি হয়ছে মশিররে নদীর মাধ্যমে—যা রাষ্ট্রনীতির প্রতীক—এবং বাবলিনরে নদীর মাধ্যমে—যা গরিজানীতির প্রতীক।

ঐই সব ঘটনার পরে প্রভুর বাক্য দর্শনে আব্রামরে কাছে এল, বলল,

ভয় করো না, আব্রাম: আমি তোমার ঢাল এবং তোমার অত্বন্ত বড় পুরস্কার।

আব্রাম বললনে, হে প্রভু ঈশ্বর, আমি তো নঃসন্তান হয়ে চলছে; আপনি আমাকে কী দবেনে? আর আমার গৃহরে তত্বাবধায়ক হচ্ছে ঐই দামস্কারে এলয়িজোর। আব্রাম আরও বললনে, দেখুন, আমাকে আপনি কৌনো বংশধর দনেন; তাই দেখুন, আমার গৃহে জন্ম নেওয়া একজনই আমার উত্তরাধিকারী। আর দেখুন, প্রভুর বাক্য তাঁর কাছে এসে বলল,

ঐই লোক তোমার উত্তরাধিকারী হবে না; বরং যে তোমার নিজরে দহে থেকে বরে হবে, সে-ই তোমার উত্তরাধিকারী হবে। তিনি তাকে বাইরে নয়ি গয়িে বললনে, এখন আকাশরে দকিে তাকাও এবং নক্ষত্রগুলো গণনা করো, যদি তুমি সেগুলো গণনা করতে পারো; তারপর তিনি তাকে বললনে, তমেনই হবে তোমার বংশ।

এবং তিনি প্রভুর প্রতী বিশ্বাস স্থাপন করলনে; এবং তিনি তা তাঁর জন্ম ধার্মকিতা হসিবে গণ্য করলনে। এবং তিনি তাঁকে বললনে,

আমি সহে প্রভু, যিনি তোমাকে কালদীয়দরে উর থেকে বরে করে এনছে, যনে তোমাকে ঐই দেশে উত্তরাধিকারস্বরূপ দতিে পারি।

আর তিনি বললনে, হে প্রভু ঈশ্বর, আমি কীভাবে জানব যে আমি ঐটি উত্তরাধিকার করব? আর তিনি তাকে বললনে,

আমার জন্ম তিনি বছর বয়সী একটি গাভী, তিনি বছর বয়সী একটি ছাগী, তিনি বছর বয়সী একটি মেষে, একটি ফাখতা, এবং একটি যুবা কবুতর নয়িে এসো।

তিনি এগুলো সবই নলিনে, এবং সেগুলোকে মাঝ বরাবর কটে ভাগ করলনে, এবং প্রতটি খণ্ড একটির বপিরীতে আরকেট রেখে দলিনে; কনিতু পাখিগুলো তিনি ভাগ

করলেন না। আর যখন পাখরি দহোবশেষগুলোর ওপর নামে এলো, আব্রাম তাদের তাড়িয়ে দিলেন। আর যখন সূর্য অস্ত যতে লাগল, আব্রামের ওপর গভীর নদ্রা নামে এলো; এবং দেখে, এক মহা অন্ধকারের ভয় তাঁকে আচ্ছন্ন করল। এবং তিনি আব্রামকে বললেন,

নশিচতি জনে রাখো যে তোমার সন্ততি এমন এক দেশে পরবাসী হবে, যে দেশে তাদের নয়; তারা সেই জাতির সর্বো করবে, এবং সে জাতি তাদের চারশো বছর ধরে নরিয়াতন করবে। আর যে জাতির তারা সর্বো করবে, সেই জাতিকে আমি বিচার করব; তারপর তারা বপুল ধনসম্পদ নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে।

আর তুমি শান্তিতে তোমার পতীদের কাছে যাবে; তুমি শিভ বৃদ্ধাবস্থায় সমাহতি হবে।

কিন্তু চতুর্থ প্রজন্মে তারা আবার এখানে আসবে; কারণ আমেরীয়দের পাপ এখনও পূর্ণ হয়নি।

আর এমন হল যে, যখন সূর্য অস্ত গলে এবং অন্ধকার হল, দেখে, ধূমায়মান এক চুল্লী এবং জ্বলন্ত এক প্রদীপ সেই খণ্ডগুলোর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করল। উৎপত্তি ১৫:১-১৭।

যনি রাত্রে অগ্নিস্তম্ভ হয়ে এবং দিনে মঘে হয়ে মোশিও ইস্রায়েলের সন্তানদের পথ প্রদর্শন করবেন, তিনি ধোঁয়া ওঠা ভাঁটিও জ্বলন্ত প্রদীপের মতো সেই "কাটা" টুকরোগুলোর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করলেন।

আর প্রভু দিনে মঘেরে স্তম্ভে তাদের আগে আগে চলতেন, তাদের পথ দেখাবার জন্য; আর রাত্রে অগ্নিস্তম্ভে তাদের আলো দেওয়ার জন্য; যাতে তারা দিনে ও রাত্রে চলতে পারেন। তিনি লোকদের সম্মুখ থেকে দিনের বলায় মঘেরে স্তম্ভ, আর রাত্রে বলায় অগ্নিস্তম্ভ সরিয়ে নেননি। নরিগমন ১৩:২১, ২২।

জ্বলন্ত প্রদীপ ও ধূমায়মান ভাঁটি মঘেরে স্তম্ভ বা অগ্নিস্তম্ভকে প্রতীকায়িত করছিল এবং আব্রামের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তি প্রতিষ্ঠার তিনটি ধাপের মধ্য প্রথম ধাপের একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উপাদানকে উপস্থাপন করে। অধ্যায়টি ভয় করো না' এই কথাগুলি দিয়ে শুরু হয়, কারণ প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা হলো 'ঈশ্বরকে ভয় করো', এবং যারা আব্রামের মতো ঈশ্বরকে ভয় করে, তাদের ঈশ্বরকে ভয় করতে হবে না। ভয়ের দুই ধরনের রূপ আছে, কারণ দুই শ্রেণির মানুষ আছে।

চুক্তির বিবরণে আরও এগোলে আব্রাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, আর তা তাঁর কাছে ধার্মিকতা হিসেবে গণ্য হয়। তিনি স্বর্গদূত পবতির আত্মার কাজের সঙ্গে সমান্তরাল, যভাবে যোহন তুলে ধরছেন; তিনি শিক্ষা দেন যে পবতির আত্মা তিনটি বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত করেন: পাপ, ধার্মিকতা ও বিচার। এই বিশেষিত্বগুলি তিনি স্বর্গদূতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; অতএব চুক্তির বরণনায় ঈশ্বরভীতি তুলে ধরার পর, দ্বিতীয় ধাপ হিসেবে ধার্মিকতা চহিনতি হয়, এবং তার পরেই বিচার ঘোষণার ধাপ আসে—যা পবতির আত্মার তৃতীয় কাজ এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা। চুক্তির প্রথম ধাপটি প্রথম স্বর্গদূতের বার্তাকে প্রতীকায়িত করে, যা সবসময় তিনটি বার্তারই এক ফর্যাকটাল। চুক্তি-প্রক্রিয়ার এই তিনটি ধাপই প্রকাশিত বাক্যের চতুর্দশ অধ্যায়ে তিনি স্বর্গদূতকে প্রতিনিধিত্ব করে।

আব্রামকে ধার্মিক গণ্য করা হয়—যা দ্বিতীয় স্বর্গদূতকে চহিনতি করে—এর পর তিনি একটি অর্ঘ্য প্রস্তুত করেন, কারণ বিচারপ্রক্রিয়ার তৃতীয় ধাপের ঠিক আগে সেই অর্ঘ্য প্রস্তুত

করা হয়। সেই অর্ঘ্য মালাখিত্তীয় অধ্যায়ে লবীয়দরে অর্ঘ্যকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা পতাকার মতো উচ্চে উত্তোলিত হয়। যমেন মোশরি জীবনের চল্লিশ বছরে তনিটি প্ৰব তনি স্বৰ্গদূতরে বার্তাক প্রতিনিধিত্ব করে, তমেন মোশরি প্রথম চল্লিশ বছরেই তনি স্বৰ্গদূতরে বার্তার সব তনিটি ধাপ রয়েছে।

মোশরি সাক্ষ্যরে সূচনা ঘটে তার পতিমাতার ঈশ্বরভীতরি মাধ্যমে (প্রথম ধাপ), এবং তার পরেই আসে একটা চাক্ষুষ পরীক্ষা। দ্বিতীয় ধাপেও একটা চাক্ষুষ পরীক্ষা রয়েছে, যমেনটা দানয়িলে গ্রন্থরে প্রথম অধ্যায়ে দেখা যায়: সখোনে দানয়িলে প্রথম ঈশ্বরকে ভয় করে বাবলীয় খাদ্য খতে অস্বীকার করে, এবং পরে তার শারীরিক চহোরার ভিত্তিতে তাকে পরীক্ষা করা হয়। এরপর দানয়িলেরে ক্ষেত্রে তৃতীয় পরীক্ষা আসে তনি বছর পর, রাজা নবুখদনজের কর্তৃক—যনি উত্তরে রাজা ও রববারের আইনরে প্রতীক, যা তৃতীয় স্বৰ্গদূতরে বার্তা।

মোশরে বাবা-মা ঈশ্বরকে ভয় করতনে; তাঁকে পানতি একটা তীরিতে রেখে দলিনে, এবং ফরোউনরে কন্যাকে সেই পরিস্থিতি দেখতে নিয়ে আসা হয়েছিল; তারপর তনি শিশুটিকে রক্ষা করার পক্ষে রায দলিনে। মোশরে জীবনের সূচনা ছিল সেই চুক্তরি এক দৃষ্টান্ত, যা ঈশ্বর মানবজাতরি সঙ্গে করছিলেন; এবং পরে মোশরে মাধ্যমেই ঈশ্বর মানবজাতিকে নরিবাচতি এক জাতরি সঙ্গে আরকেটা চুক্তি করনে। নোয়ার মানবজাতরি সঙ্গে করা চুক্তি বপিল জনসমষ্টিকে প্রতিনিধিত্ব করে, আর মোশরে নরিবাচতি এক জাতরি সঙ্গে করা চুক্তি হিলো এক লক্ষ চ্যাল্লিশ হাজার। চুক্তি অনুমোদনরে জন্য আব্রাম য়ে নবিদেন করার কথা ছিল, তা নোয়ার চুক্তরি প্রতীক বহন করছিল; আর ঠিক তমেনই করছিলেন মোশে, যনি শতাব্দী পরে আব্রামরে ভবষিদ্বাণী পরিপূর্ণ করছিলেন।

আহুতটি পাঁচ প্রকার পশু নিয়ে গঠিত ছিল: তনি বছর বয়সরে একটা বাছুরী, তনি বছর বয়সরে একটা ছাগলী, তনি বছর বয়সরে একটা মেষ, একটা কিচ্ছপঘু ও একটা কিচা কিবুতর। পাখিগুলো অখণ্ড রাখা হয়েছিল, আর বাছুরী, মেষ ও ছাগলীকে দুই ভাগে 'কটে' দেওয়া হয়েছিল। এই আহুত মানবজাতরি জন্য এক চাক্ষুষ পরীক্ষা হিসেবে অন্তিম দিনগুলোতে একটা নিশান উত্তোলনরে প্রতীক। ফরিউনরে কন্যার জন্য দৃশ্যমান চহিন ছিল পটেকায় থাকা শিশু মোশা তীরি প্রতীক প্রকাশ পায় তীরিতে থাকা আটজন ব্যক্তরি মাধ্যমে। 'আট' সংখ্যা এক লক্ষ চ্যাল্লিশ হাজাররে নিশানরে ভাববাদী বশেষিট্য়গুলরি একটা হিসেবে প্রতষ্টিত হয়েছিল। যখন তুমি পাঁচটা পশু-আহুত বিবেচনা কর এবং তনিটিকে অর্ধেক কর, তখন তোমার আহুত আটটা খণ্ডে গঠিত হয়, নোহ দ্বারা যমেন প্রতীকায়তি, এবং পরে আব্রামরে আহুততি তমেনি নিশ্চিত।

ঈশ্বররে নরিদশেমতো বভিক্ত করা হলে সেই পাঁচটা জিন্তু সংখ্যা "আট"-এর প্রতিনিধিত্ব করে, এবং তাতে তারা বশ্বিরে অন্তে যসেব আত্মা থাকবে—যাদের প্রতরূপ ছিল তীরিতে থাকা "আট"টা আত্মা—তাদেরও প্রতিনিধিত্ব করে। খতনার নদির্শন, যা আব্রামরে ত্রবিধি চুক্তরি দ্বিতীয় ধাপ, জন্মরে পর "অষ্টম" দিনে পালন করার নরিদশে ছিল; এবং সেই আচারটরি স্থলে প্রতষ্টিত হয় বাপ্তসিম, যা প্রতীকায়তি করে খ্রিষ্টরে পুনরুত্থানকে—যা ঘটেছিল "অষ্টম" দিনে। সংখ্যা "আট" নোয়াহ ও মোশরে উভয়রে চুক্তরি একটা প্রতষ্টিত বশেষিট্য়, এবং সেই চুক্তিসিমুহ প্রতীকায়তি করে এক লক্ষ চ্যাল্লিশ হাজারকে, যারা ধ্বংসরূপে অর্পণস্বরূপ উত্থাপতি হবে, এবং যারা "অষ্টম"—অর্থাৎ সাতটিরই অংশভুক্ত।

ওই পাঁচটা প্রাণী পাঁচজন জুঞ্জানী কুমারীর প্রতিনিধিত্ব করে, যারা নোকার উপরে থাকা "আট" দ্বারা প্রতীকায়তি; তারা একটা পুরোনো জগৎ থেকে একটা নতুন জগতে অতিক্রম

করবে—মৃত্যু না দখেই।

আব্রামের নবিদেনটি ছিল শুদ্ধ নবিদেন, কারণ সেই নবিদেনে থাকা সব পশুই ছিল শুচি পশু এবং তারা একত্রে সম্পূর্ণ দগ্ধ বলি জন্য ব্যবহৃত প্রধান পশুগুলিকে প্রতিনিধিত্ব করে। প্রথম স্বর্গদূতের বার্তায় সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করার আদেশে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এবং মূসার যুগে আব্রামের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হল যে প্রতীষ্টিতি হওয়ার কথা ছিল সেই পবিত্রস্থান-সবোর প্রধান বলি-পশুগুলিকে উপাসনার নবিদেন হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা একই সঙ্গে সৃষ্টিকর্তাকে উপাসনা করার জন্য প্রথম স্বর্গদূতের আহ্বানকণ্ঠে প্রতীকায়িত্ব করে।

আঠারো নম্বর পদ স্পষ্টভাবে বলে, "সেই দিন প্রভু আব্রামের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন।" এটি প্রকাশিত বাক্য চৌদ্দ অধ্যায়ে তিন স্বর্গদূতের প্রতীকী তিন ধাপের মধ্যে প্রথম ধাপটিকে চিহ্নিত করে। উৎপত্তি পনের অধ্যায়ে চুক্তির ধাপটি প্রকাশিত বাক্য চৌদ্দ অধ্যায়ে প্রথম স্বর্গদূতের বার্তাকে প্রতিনিধিত্ব করে; এর পরই আসে দ্বিতীয় স্বর্গদূত, যাকে প্রতীকায়িত্ব করা হয়েছে উৎপত্তি সতের অধ্যায়ে বর্ণিত আব্রামের চুক্তির দ্বিতীয় ধাপে।

দ্বিতীয় ধাপে, আব্রামের নাম পরিবর্তিত হয় আব্রাহাম হয়। 'আব্রাম' অর্থ 'পতি মহিমাবতি', আর 'আব্রাহাম' অর্থ 'অনেক জাতের পতি'। আব্রামের আহ্বানে মহান জাতি হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আব্রামের নাম পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি স্থায়ীকৃত হয়নি। তখন তিনি একটা নির্বাচিত চুক্তিবিধ জাতের প্রথম পতি হলেন। পরবর্তী ধাপটি তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তাকে প্রতীকায়িত্ব করেছিল, কারণ আব্রাহাম ইসহাককে বলিদান করার পরীক্ষায় পড়েন—যা কবুশকে প্রতীকায়িত্ব করেছিল, যা ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-কে প্রতীকায়িত্ব করেছিল, যা আবার রবিবারে আইনকে প্রতীকায়িত্ব করে—যা তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা। ঐ তৃতীয় চুক্তির ধাপটি ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর পূর্ণ হয়েছিল, এবং এটি উৎপত্তি ২২-এ বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপে, অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তায়, যখন আব্রামের নাম পরিবর্তিত হয়, খতনার আচার চুক্তিবিধ জাতি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের "চিহ্ন" হিসেবে প্রতিষ্টিতি হয়। দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার ইতিহাসেই ঈশ্বরের লোকেরা মোহরিত হয়। রবিবারে আইন দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তায় তারা পতাকা হিসেবে উত্তোলিত হয়, কিন্তু তারা মোহরিত হয় রবিবারে আইনের ঠিক পূর্ববর্তী সময়ে, যা মলিরাইট ইতিহাসে হবে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ দরজা বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে।

একই কথা প্রযোজ্য বাবলিন থেকে জারি হওয়া তিনটি ফরমানের ক্ষেত্রেও, যগুলো ২৩০০ বছরের ভবিষ্যদ্বাণীর সূচনা করেছিল; যা ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ সালে তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনে সমাপ্ত হয়েছিল। মন্দিরটি প্রথম ফরমানের পরে, কিন্তু তৃতীয়টির আগে, দ্বিতীয় ফরমানের সময়কালে সম্পূর্ণ হয়েছিল। প্রথম ফরমানের সময়ে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল এবং দ্বিতীয় ফরমানের সময়ে মন্দির নির্মাণ সমাপ্ত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৪৫৭ সালে তৃতীয় ফরমানটি ২৩০০ বছরের সময়কাল শুরু করে, আর সেই ফরমানের মাধ্যমেই ইহুদদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তৃতীয় মাইলফলকে একটা রাজ্য প্রতিষ্টিতি হয়; এটি প্রতিফলিত হয় তৃতীয় ফরমানের সময় জাতীয় সার্বভৌমত্বের পুনঃস্থাপনের দ্বারা এবং রবিবারের আইনে বিজয়ী কলীশিয়াকে এক পতাকা হিসেবে উত্তোলনের মাধ্যমে।

তৃতীয় ফরমানটি ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর ববিহা তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনকে প্রতীকায়িত্ব করেছিল। কনে নজিকে ববিহা আগাই প্রস্তুত করে, ববিহা সময়ে নয়। য

সময়কালকে ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে 'পশুর মূর্তির পরীক্ষা' হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, সেই সময়ে রববিাররে আইন জাররি ঠিক আগে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের উপর মোহর দেওয়া সম্পন্ন হয়। আমাদের জানানো হয়েছে যে 'পশুর মূর্তির পরীক্ষা'ই সেই পরীক্ষা, যা অনুগ্রহের সময় শেষে হওয়ার আগে আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে।

"প্রভু আমাকে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, অনুগ্রহের সময় শেষে হওয়ার পূর্বেই পশুর প্রতীমূর্তি গঠিত হবে; কারণ এটি ঈশ্বরের জনগণের জন্য সেই মহান পরীক্ষা হবে, যার দ্বারা তাদের অনন্ত পরণিতিনির্ধারণিত হবে। তোমার অবস্থান এমন অসংগতগুলোর এক জটিল জগাখিঁড়ি যি, অতি অল্প লোকই তাতে প্রতারিত হবে।

"প্রকাশিতবাক্য ১৩ অধ্যায়ে এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে; [প্রকাশিতবাক্য 13:11-17, উদ্ধৃত]।

"এই সেই পরীক্ষা, যা ঈশ্বরের জনগণকে সীলমোহর প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে অতিক্রম করতে হবে। যারা তাঁর ব্যবস্থা পালন করে এবং একটা মিথ্যা সাব্বাথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ঈশ্বরের প্রতীমূর্তি আনুগত্য প্রমাণ করেছে, তারা প্রভু ঈশ্বর যহি়োবার পতাকার অধীনে সমবতে হবে এবং জীবন্ত ঈশ্বরের সীলমোহর গ্রহণ করবে। আর যারা স্বর্গীয় উৎসরে সত্য পরতি্যাগ করে এবং রববিাররে সাব্বাথ গ্রহণ করে, তারা পশুর চহ্ন গ্রহণ করবে।" Manuscript Releases, volume 15, 15.

১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর দরজাটা বন্ধ হয়েছিল, যা রববিাররে আইনে বন্ধ দরজার প্রতীক হিসেবে দাঁড়ায়। সিস্টার হোয়াইট বলেন যে 'পশুর মূর্তির পরীক্ষা' সেই পরীক্ষা যা আমাদের অনুগ্রহকাল সমাপ্ত হওয়ার 'আগে' উত্তীর্ণ হতে হবে, এবং তিনি আরও বলেন যে এই পরীক্ষাতাই আমাদের চরিত্রের পরণিতিনির্ধারণিত হয়। রববিাররে আইনের আগে কনে নিজেকে প্রস্তুত করে, এবং এর জন্য উপযুক্ত বিবাহের পোশাক থাকা দরকার, এমন এক পোশাক যা চুক্তির দূতের শোধনকারী আগুনে পরশুদ্ধ হবে। মোহরটি বিধিরে আগে বসানো হয়, তারপর রববিাররে আইনে বিধিতে সম্পন্ন হয়।

সিস্টার হোয়াইট ব্যাখ্যা করেন যে মোহরকরণ হল সত্যের মধ্যবিত্তিকি ও আত্মকি—উভয় দিকই স্থিতিভাবে প্রতীর্ণিত হয়ে যাওয়া। তিনি আরও বলেন, ঈশ্বরের লোকেরা 'যখন' মোহরপ্রাপ্ত হবে, 'তখন' ঈশ্বরের বিচারসমূহের কম্পন আসবে। এই কম্পন সেই বিচারসমূহ, যা শুরু হয় প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় ১১-এর ভূমিকম্পে—যা যুক্তরাষ্ট্রের রববিাররে আইন।

মলিরাইটদের মনদরিটা মধ্যরাত্রির আহ্বানের সময় সমাপ্ত হয়েছিল, যা নরিদশে করে যে বিচারের তৃতীয় মাইলফলকরে আগাই সীল দেওয়া হয়। আব্রাহামের চুক্তিতে বিচারের তৃতীয় ধাপ ছিল মোরিয়াহ পর্বতে ইসহাকের ঘটনা, যা কেবল ক্রুশে খ্রিস্টকে নয়, বরং মালাখরি তৃতীয় অধ্যায়ে লেবীয়দের অর্ঘ্যকণ্ডে প্রতীকায়িত করে।

তনি রূপা-পরশোধক ও পরশুদ্ধকারী হিসেবে বসবনে; তনিলিবিরি সন্তানদের পরশুদ্ধ করবনে এবং তাদের স্বর্ণ ও রূপার মতো শোধন করবনে, যাতে তারা ধার্মিকিতায় পূর্ণতার কাছে নবিদেন আনতে পারে। তখন যহি়া ও যব্রিশালমেরে নবিদেন পূর্ণতার কাছে গ্রহণীয় হবে, প্রাচীন দিনের মতো এবং অতীত বছরের মতো।

আর আমিতোমাদের বিচার করতে নকিটে আসব; এবং আমিজাদুকরদের বিরুদ্ধে, যবভচারীদের বিরুদ্ধে ও মিথ্যা শপথকারীদের বিরুদ্ধে ত্বরতি সাক্ষী হব; এবং যারা

মজুরকে তার মজুরতি শোষণ করে, বধিবা ও পতিহীনকে অত্যাচার করে, বদিশীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, আর আমাকে ভয় করে না—সনোবাহনীর প্রভু বলনে।
মালাখা ৩:৩-৫।

শোধন প্রক্রিয়ার পর, নবিদেন 'তখন' হবে প্রাচীন দিনের মতো, এবং বচারকার্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে সেই নবিদেন প্রস্তুত করা হয়, কারণ 'তখনই' শোধতি ও নবিদেনরূপে প্রস্তুত লবীষদের সঙ্গে মুর্খ কুমারীদের বৈপরীত্য স্পষ্ট হয়, যাদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্ট "দ্রুত সাক্ষী" হবেন। "দ্রুত সাক্ষী" হলেন লাওকিয়ার মণ্ডলীর প্রতি "বিশ্বস্ত সাক্ষী", যিনি শিবেনাকে বলরে মতো দূর মাঠে নিক্ষেপে করেন এবং যিনি লাওকিয়ারদেরকে তাঁর মুখ থেকে জোরের বর্মি করে উগরে দেন। গম ও আগাছার বচ্ছদে দ্রুত হবে, কারণ চূড়ান্ত কর্মকাণ্ডগুলো দ্রুতগতির। ঐ দ্রুত দূতই সেই যিনি মালাখার তৃতীয় অধ্যায়ে হঠাৎ তাঁর মন্দরি আসেন।

মালাখতি 'প্রাচীন দিনের মতো' যে নবিদেনের উত্তোলনের কথা বলা হয়েছে, তা হলো এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজারের নশানরে উত্তোলন; তা ছিল পনেটেকেস্টের দুটি তিরুগ-রুটির নবিদেনের উত্তোলন; তা ছিল মরুভূমিতে দণ্ডের উপর সাপকে উত্তোলন; তা ছিল ক্রুশে খরসিটের উত্তোলন এবং তা ছিল অগ্নিকুণ্ডে খরসিটের সঙ্গে শদ্রক, মশোক ও আবদেনগোর উত্তোলন, যখন সমগ্র বিশ্ব বস্ময়ে চমৎকৃত হয়েছিল; তা ছিল ১৮৪৩ সালের চার্টের প্রকাশনা, এবং ১৮৫০ সালের চার্টের অভ্যন্তরে উদ্দেশ্য।

আব্রাহামের চুক্তির দ্বিতীয় ধাপেই খতনার আচার প্রবর্ততি ও বলবৎ করা হয়েছিল, ফলে তা চুক্তির চহিনে পরণিত হয়। মূসার মতো নয়, আব্রাহাম তৎক্ষণাৎ ইসহাকের খতনা করছিলেন, তাই তৃতীয় ধাপে যখন তিনি তাঁকে উৎসর্গ হিসেবে তুলে ধরেন, ইসহাক সেই চহিনের প্রতিনিধিত্ব করত। পরবর্তীতে সেই চহিনটি বাপ্তিস্ম দ্বারা প্রতস্থাপতি হয়েছিল, এবং এ দুটো একসঙ্গে ক্রুশের চহিনের দুটি সাক্ষ্য প্রদান করে।

"তাঁর লোকদেরে কপালে স্থাপতি জীবন্ত ঈশ্বরের সীল কী? এটি এমন এক চহিন, যা স্বর্গদূতরা চনিত পাবে, কিন্তু মানুষেরে চোখ পাবে না; কারণ বনিশকারী স্বর্গদূতকে এই মুক্তির চহিনটি দেখতেই হবে। বিবেচক মন প্রভুর দত্তক পুত্র-কন্যাদেরে মধ্য ক্যালভারির ক্রুশের চহিন দেখেছে। ঈশ্বরের বধি লিঙ্ঘনেরে পাপ দূর করা হয়েছে। তাদেরে পরনে বিবাহবস্ত্র আছে, এবং তারা ঈশ্বরের সকল আদেশেরে প্রতিনিগত ও বিশ্বস্ত।"
ম্যানুস্ক্রিপ্ট রলিজি, নম্বর ২১, ৫১।

উৎপত্তি পুস্তকেরে পনেরো অধ্যায়ে হওয়া চুক্তির প্রথম ধাপে দাসত্বের ৪০০ বছরের একটি সময়সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী চহিনতি করা হয়েছে, এবং পৌল একই সময়কে ৪৩০ বছর হিসেবে চহিনতি করেন। আব্রাহামের পরবাসের সময়কে অন্তর্ভুক্ত করায়, পৌলের গণনা শুরু হয় নরিগমন পুস্তকেরে বারো অধ্যায়ে বর্ণিত আহ্বান থেকে। নবিডিভাবে বিবেচনা করলে, ৩০ বছরের সাথে সম্প্রকতি ৪০০ বছরটি পৌল উপস্থাপতি একটি প্রতীক, আর আব্রাহাম উপস্থাপতি ৪০০ বছরটি আরকেটি প্রতীক। তাহলে, ৪০০ বছরের সময়কালটি কী নরিদশে করে, ৪৩০ বছরের সময়কালটি কী নরিদশে করে, এবং ৩০ বছরটি কী নরিদশে করে?

পণ্ডতিরো যথার্থভাবে দেখিয়েছেন যে চারশো ত্রিশ বছরকে দুটি দুইশো পনেরো বছরের পরবে ভাগ করা যায়; প্রথম পরবটি বিন্ধন ও দাসত্বমুক্ত, দ্বিতীয়টি দাসত্বকাল।

আব্রাহাম ৭৫ বছর বয়সে কানানে প্রবশে করেন, এবং আব্রাহামের ১০০ বছর বয়সে (২৫ বছর পরে) ইসহাক জন্মগ্রহণ করেন। ইসহাকের ৬০ বছর বয়সে যাকোবের জন্ম হয়, এবং যাকোব ১৩০ বছর বয়সে মশিরে প্রবশে করেন। এতে কানানে ২১৫ বছর এবং মশিরে ২১৫

বছর, মোট ৪৩০ বছর হয়। ভবষিষদ্বাণীর একজন শকিষার্থীর জন্য এটি দুটি সাক্ষ্য প্রদান করে—দুটি চুক্তির প্রতীক থেকে—পৌলের জন্য, যমেন আব্রামের ক্ষেত্রেও তাঁর নাম পরবর্ত্তিত হয়ছিলি। পৌল ৪৩০ এবং আব্রাম ৪০০ উল্লেখ করেন। দুটি সম্পর্কিত সময়-ভবষিষদ্বাণীর লাইন-আপন-লাইন পূরণ যুক্ত রয়েছে প্রথম চুক্তিকালরে সঙ্গে, যা ঈশ্বরের নির্বাচতি জাতরি প্রতষ্টিঠার দকিে নষিে গষিছিলি।

যখন খরসিট এক সপ্তাহরে জন্য অনকরে সঙ্গে চুক্তি নিশ্চতি করতে ইতহিসে আবরিভূত হলনে, সেই সপ্তাহটি পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত দুটি সময়-ভবষিষদ্বাণীর প্রতনিধিত্ব করছিলি। পৌলের ৪৩০ বছরে ভবষিষদ্বাণীও, খরসিটরে সপ্তাহরে মতৌই, দুটি সমান ভাগে বিভকৃত করা যায়। কানানে ২১৫ বছর, তারপর মশিরে ২১৫ বছর—এটি প্রতীকীভাবে দেখায় যে খরসিট নজিে ১২৬০ দিন সাক্ষ্য দষিছিলিনে, তারপর তাঁর শষিষদরে মাধ্যমে খরসিটরে সাক্ষ্য আর ১২৬০ দিন চলছিলি। খরসিট যে ২৫২০ দিন চুক্তি নিশ্চতি করছিলিনে, তা-ও "তাঁর চুক্তরি ববিাদ" নামে পরিচতি সাতটি সময়কালকে প্রতনিধিত্ব করে।

খরসিটপূর্ব ৭২৩ সাল থেকে ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত ২৫২০ বছর, এবং সেই বছরগুলো ১২৬০ বছরে দুটি পর্বতে বিভকৃত, যা নির্দেশ করে যে ১২৬০ বছর ধরে পৌততলকিতা পবতিরস্থান ও বাহনীকে পদদলতি করেছে; এর পর ১২৬০ বছর ধরে পৌপতন্ত্র পবতিরস্থান ও বাহনীকে পদদলতি করেছে। খরসিটরে সপ্তাহরে মধ্যভাগ ছিল করুশ, আর সপ্তাহরে মধ্যভাগ (৫৩৮) থেকে ১২৬০ বছরে পৌততলকি সাক্ষ্য আসে; এর পর আসে পৌততলকিতার পৌপীয় অনুগামীর কাছ থেকে ১২৬০ বছরে পৌততলকি সাক্ষ্য। যখন করুশে খরসিটরে অনুগ্রহরে রাজ্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ছিলি, তা ছিল ৫৩৮ সালরে প্রতরিপ, যখন খরসিটবরিোধীর রাজ্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ছিলি। করুশে, আক্শরকি ইস্রায়লে অগ্রাহ্য করা হয়ছিলি এবং আধ্যাত্মকি ইস্রায়লেরে শুরু হয়ছিলি। ৫৩৮ সালে, আক্শরকি পৌততলকিতা অগ্রাহ্য করা হয়ছিলি, এবং আধ্যাত্মকি পৌততলকিতার সূচনা হয়ছিলি।

আব্রামরে চারশো বছরে ভবষিষদ্বাণীটিই আবার চারশো ত্রিশ বছর হসিবেও ববিৃত হয়ছে। এটি একই ভবষিষদ্বাণী, তবে দুটি চুক্তির প্রতীকরে মাধ্যমে উপস্থাপতি। ঐ দুটি সম্পর্কিত সময়-ভবষিষদ্বাণী ঈশ্বরের জনগণরে দাসত্ব ও মুক্তকিে চহিনতি করছিলি, যা প্রাচীন ইস্রায়লেরে চুক্তরি ইতহিসরে সূচনায় পূরণ হওয়ার কথা ছিলি। প্রাচীন ইস্রায়লেরে চুক্তরি ইতহিসরে শেষভাগে, একটা সময়-ভবষিষদ্বাণী আরকেটির সঙ্গে এক দনিকে এক বছর ধরে সামঞ্জস্যপূরণ থাকে, ফলে মুক্তিও দাসত্বকে গুরুত্ব দেওয়া দুটি সময়-ভবষিষদ্বাণী চহিনতি হয়।

প্রাচীন ইস্রায়লেরে সূচনা ও সমাপ্তরি মধ্যবর্তী ইতহিসে আমরা দানযিলেকে বাবলিনে বন্দদিশায় পাই। সেই চুক্তরি ইতহিস থেকে, যা দাসত্ব ও মুক্তরি প্রতষ্টিরুত চহিনতি করে; যে ভবষিষদ্বাণী প্রাচীন ইস্রায়লেরে চুক্তরি ইতহিসকে আধুনকি ইস্রায়লেরে চুক্তরি ইতহিসরে সঙ্গে একসূত্রে গাঁথে, তা উপস্থাপতি হয়ছে। দানযিলেরে পুস্তকে দুটি সময়-ভবষিষদ্বাণী শনাক্ত করা হয়ছে। লবীয় পুস্তক ছাব্বিশে মূসার "সাতবার"-এর "শপথ" দানযিলে ৯/১১-এ চহিনতি হয়ছে; তদুপর দানযিলে আটরে তরেো নম্বর পদরে প্রশ্ন চৌদ্দ নম্বর পদরে উত্তরে দকিে নষিে যায়, যখনে ২৩০০ বছরে ভবষিষদ্বাণী নির্ধারণতি হয়। এই "শপথ", যা ভঙ্গ হলে দানযিলে ৯/১১-এ থাকা "মূসার অভিশাপ" হয়ে দাঁড়ায়, দক্ষণি রাজ্যরে বন্দিধে খরসিটপূর্ব ৬৭৭ সালে কার্যকর হয়ছিলি এবং ১৮৪৪ সালরে ২২ অক্টোবর সমাপ্ত হয়ছিলি, যমেন ২৩০০ বছরও সমাপ্ত হয়ছিলি। উভয় ২৫২০-র বচ্ছুরণ তরেো নম্বর পদরে প্রশ্নে নহিতি, এবং চৌদ্দ নম্বর পদরে উত্তরটি ২৩০০।

যমেন মোশরি ক্ষত্রে—যনি প্ৰাচীন ইস্ৰায়লেরে চুকতরি ইতহিসরে আলফা—আর যমেন খরস্টিরে ক্ষত্রে—যনি প্ৰাচীন ইস্ৰায়লেরে চুকতরি ইতহিসরে ওমগো—তমেনই আধুনকি ইস্ৰায়লেরে প্ৰারম্ভকি আলফা ইতহিসরে দুটা প্ৰস্পৰ-সম্পৰ্কযুক্ত সময়-ভবষ্টিদ্বাণী অন্তৰ্ভুক্ত ছিলি। একটা দাসত্ব ও বন্দতিবকে প্ৰতিনিধিত্ব করছেলি, আর অন্যটা মুক্তকি। প্ৰাচীন ইস্ৰায়লেরে আলফা ইতহিসরে ৪৩০ বছরকে দুই সমান পৰবে বিভক্ত করার ঘটনাটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেলি—একদকি সেই ভবষ্টিদ্বাণীমূলক বিভাজনরে, যা খরস্টি যখন চুকত নিশ্চিতি করছেলিনে সেই সপ্তাহে পুনরাবৃত্ত হয়ছেলি, এবং অন্যদকি চুকতভিঙগরে জন্য য়ে বিচার-পৰ্ব ছিলি, যা প্ৰস্পৰ-সম্পৰ্কযুক্ত এবং দুই সমান ভাগে বিভক্ত। এই দুই সাক্ষ্য দেখায় য়ে আধুনকি ইস্ৰায়লেরে আলফা ইতহিসরেও অনুরূপ এক ভবষ্টিদ্বাণীমূলক নোঙর থাকবে। ২৫২০ বছর এবং ২৩০০ বছর একসঙগে সমাপ্ত হওয়া দুটা প্ৰস্পৰ-সম্পৰ্কযুক্ত সময়-ভবষ্টিদ্বাণীর তৃতীয় সাক্ষ্য প্ৰদান করে, যাদরে মধ্যযে মাঝখানে সমানভাবে বিভক্ত একটা ভবষ্টিদ্বাণী রয়েছে।

তনিজন সাক্ষী কনো আত্মার মনে এই প্ৰত্যাশা জাগাবে য়ে, আধুনকি ইস্ৰায়লেরে ওমগো ইতহিসরে প্ৰভু যখন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজাররে সঙগে চুকতবিদ্ধ হবনে, তখন ভবষ্টিদ্বাণীমূলক সময়রে দুটা সম্পৰ্কতি ভবষ্টিদ্বাণী থাকবে, এবং একটা সংশ্লিষ্ট সময়কাল থাকবে যা সমান দুই ভাগে বিভক্ত; কনিতু তা হতে পারে না, কারণ প্ৰভু যখন আধুনকি ইস্ৰায়লেরে সঙগে চুকতবিদ্ধ হলনে, তনি স্বৰ্গরে দকি তাঁর হাত উত্তোলন করে ঘোষণা করলনে য়ে সময় আর থাকবে না।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজাররে চুকত প্ৰতীকায়তি হচ্ছে প্ৰথমফল গমরে দোলা-নবিদেনরে দুটা ব্লিটারি দ্বারা। তনি সাক্ষীর ভবষ্টিদ্বাণীমূলক কাঠামো, যার পর আসে এমন এক দ্বিগুণ সাক্ষ্য যাতে ভবষ্টিদ্বাণীমূলক সময়রে কনো পার্থক্য নই, তা আব্রামরে নবিদেনে দেখা যায়—একটা বাছুরী গাভী (যাকে সমানভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়ছেলি), একটা মাদিছাগল (যাকে সমানভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়ছেলি), এবং একটা মেষ (যাকে সমানভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়ছেলি), এর পর একটা ফাখতা ও একটা কিবুতর।

প্ৰথম তনিটা উৎসৰ্গরে প্ৰতীকরে সঙগে তনি বছর যুক্ত ছিলি, যা নৰ্দ্দশে করে য়ে তারা ভবষ্টিদ্বাণীমূলক সময়বিশিষ্ট তনিটা উৎসৰ্গকে প্ৰতিনিধিত্ব করে। শুধু তাই নয়, এই তনিটা উৎসৰ্গরে প্ৰত্যেকেটরিই ভবষ্টিদ্বাণীমূলক সময় ছিলি, এবং সেই সময় সমানভাবে দুটা পৰবে বিভক্ত ছিলি। ঘুঘু ও পায়রার ক্ষত্রে কনো বয়স নৰ্দ্দশিষ্ট ছিলি না; সগেলো কবেল অল্পবয়সী হলই চলত, কারণ তারা চুকতরি জনগণরে শেষে প্ৰজন্মকে প্ৰতিনিধিত্ব করে, যাদরে প্ৰতীক দুটা পাখি বা দুটা পাল।

দুটা পাল বৃহৎ জনসমষ্টি এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে প্ৰতিনিধিত্ব করে, তবে দুটা পাখি একটা গৌণ অর্থ বহন করে। পায়রা পবতিরস্থানরে জন্য নৰ্দ্দশতি উৎসৰ্গগুলোৰ একটা, এবং আপনি যখন পায়রাকে উৎসৰ্গ হিসেবে চহ্নিতিকরণ খোঁজনে, অধিকাংশ সময়ই তা এক ধরনরে ঘুঘুকে বোঝায়; অন্যদকি, আব্রামরে উৎসৰ্গে য়ে পায়রার কথা বলা হচ্ছে, সেখানে বোঝানো হচ্ছে এমন এক বাচ্চা পাখিকে, য়ে এতটাই অল্পবয়সী য়ে তার পালকই নই, অথবা আরও খারাপ, এমন এক পাখিকে যার পালক উপড়ে ফেলো হচ্ছে। ভবষ্টিদ্বাণীমূলক এই স্তরে দুটা পাখি হল গম ও আগাছা।

শেষে দনিগুলোতে নশানটা পাখির মতো আকাশমুখী করে উত্তোলতি হবে, এবং ঠকি সেই সময়ই দুইটা অপবতির পাখি দুষ্টিতাকে তুলে নিয়ে শনিারে তার সিংহাসনে বসাবে।

তখন যে স্ববর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি অগ্রসর হলেন এবং আমাকে বললেন, এখন তোমার চক্ষু তুলে দেখে, যা বরেণি যাচ্ছে তা কী। আমি বললাম, এটা কী? তিনি বললেন, এটা একটা এফা, যা বরেণি যাচ্ছে। তিনি আরও বললেন, এটাই সারা পৃথিবীতে তাদের রূপ। আর দেখে, সীসার একটা ট্যালেন্ট উত্তোলিত হলে; আর এ হচ্ছে এক নারী, যা এফার মাঝখানে বসে আছে।

তিনি বললেন, 'এটা দুষ্টিতা।' তিনি সটেকে এফার মাঝখানে নিক্ষেপে করলেন; এবং তিনি তার মুখের উপর সীসার ভারটা নিক্ষেপে করলেন।

তখন আমি চোখ তুলে তাকালাম, এবং দেখে, দুইজন নারী বরেণি এল, তাদের পাখায় বাতাসের জোর ছিল; কারণ তাদের পাখা ছিল সারস পাখির পাখার মতো; আর তারা এফাটিকে পৃথিবী ও আকাশের মাঝখানে তুলে ধরল। তখন আমি যে স্ববর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তাকে বললাম, এরা এফাটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? তিনি আমাকে বললেন, শনিারের দশে তার জন্ম একটা ঘর নির্মাণ করত; এবং তা স্থাপতি হবে, আর সেখানে তার নিজস্ব ভিত্তির উপর স্থাপন করা হবে। জাখারিয়া ৫:৫-১১।

পোপতন্ত্র, যাকে "অধার্মকিতা" হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, অথবা পৌলের ভাষায় "সেই অধার্মকি", ১৭৯৮ সালে মারাত্মক কষ্ট পয়েছিল, যখন সে যে বুদ্ধিতে বসে আছে তার উপর সীসার এক ট্যালেন্ট রাখা হয়েছিল। এরপর আত্মবাদ ও ধর্মচ্যুত প্রোটোস্ট্যান্টবাদ তাকে তুলে ধরবে এবং শনিারের তার জন্ম একটা ঘর নির্মাণ করবে, একই সময়ে যখন ঈশ্বর সেই ঘরটির নির্মাণ সমাপ্ত করবেন, যটেকে তিনি একটা নিশানরূপে তুলে ধরতে যাচ্ছেন। জাখারিয়াতে জাল নিশান হলো "অধার্মকিতার নারী", এবং নিশানগুলোকে পায়রাপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। তখন পৃথিবীকে বছে নতি হবে রোমকে, যা প্রত্যেকে অপবিত্র ও ঘৃণ্য পাখির খাঁচা, অথবা পায়রাকে, যা মানবজাতির সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তির প্রতীক।

আর তিনি প্রবল স্বরে মহাশক্তিতে চিৎকার করে বললেন, মহৎ বাবলি পততি হইয়াছে, পততি হইয়াছে, এবং সে ভূতদের বাসস্থান, প্রত্যেকে অপবিত্র আত্মার আশ্রয়স্থল, এবং প্রত্যেকে অপবিত্র ও ঘৃণিত পক্ষীর খাঁচা হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশতি বাক্য ১৮:২।

খ্রিস্ট তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান প্রসঙ্গে বলছেন, 'এই মন্দিরটি ধ্বংস করো, আমি তিনি দিনের মধ্যে তা আবার উঠিয়ে দেবো।' ঐ তিনি দিন একটা ভাববাণীমূলক সময়কালকে নির্দেশ করে, যখন একটা মন্দির উত্থতি হয়—যেমনটা ইয়েছিল মোশেরে কষ্টেরে, খ্রিস্টেরে কষ্টেরে এবং মলিরাইটদের কষ্টেরেও। আব্রামেরে নবিদেনেরে জন্ম বাছুরী গাভী, ছাগী এবং মেষকে তিনি বছরের হতে হবে—এই শরতটী বোঝায় যে আমরা যে তিনটা চুক্তির ইতিহাস এখন ববিচেনা করছি, প্রতটিতেই একটা মন্দির প্রতষ্টি হবো। এক লক্ষ চ্যাললিশ হাজারের শেষে চুক্তির মন্দিরই সেই ধ্বজা, যা স্ববর্গেরে উদ্দেশে মুকুটেরে মতো উচ্চে উত্তোলিত হবে। এই কারণেই বাছুরী গাভী, ছাগী ও মেষ পৃথিবীর জন্তু ফলে আকাশে উড়ন্ত পাখিরে থেকে তাদের পার্থক্য স্পষ্ট হয়। শেষে কালে যে চুক্তির মন্দির প্রতষ্টি হয়, তখন যব্রীশালমে সমস্ত পাহাড় ও পর্বতেরে উর্ধ্বে উচ্চে তোলা হয়।

যদগি আমি এখনো আব্রামেরে তিনটা চুক্তির ধাপেরে মধ্যে প্রথমটির প্রতটি উপাদান শনাক্ত করতে পারিনি, তবু এ পর্যন্ত আমরা যে প্রতটি উপাদান ববিচেনা করছি, তার সমতুল্য প্রাচীন আক্ষরিক ইস্রায়লেরে শুরতে ও শেষেও, এবং আধুনিক ইস্রায়লেরে শুরতেও রয়েছে। আমরা দেখিয়েছি যে প্রকাশতি বাক্য চতুর্দশ অধ্যায়েরে দেবদূতদের তিনটা ধাপ আব্রামেরে প্রথম চুক্তির ধাপে বদিমান। আব্রামেরে প্রথম চুক্তির ধাপে যে তিনিজন

দবেদূতরে ফর্ষাক্টাল রয়ছে, আমরা যখন আব্রামরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় চুক্তরি ধাপ ববিচেনা করব, তখন তা আরও সুস্পষ্টভাবে সমর্থতি হবে।

আব্রামরে 'আট'টি বলদান শুধু সেই বলদানগুলোকেই প্রতিনিধিত্ব করে না, যা পরে মোশরি পবত্রিস্থানীয় আচারবধিরি অংশ হবে; বরং সেগুলো ঈশ্বরে চুক্তবিদ্ধ জাতরি ইতিহাসে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়রে ভূমিকা চহ্নতি ও নশ্চিতি করে। এগুলো ইসরায়েলেরে ঈশ্বরে নর্বিচতি জাতর্ হসিবে সূচনা ও সমাপ্তকি, তা আক্শরকি হোক বা আত্মকি, নশ্চিতি করে।

পলরে ৪৩০ বছর একটা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল, যা আব্রামরে ৪০০ বছর থেকে যুক্তসিংগতভাবে পৃথক করা যায় না। একটরি ওপর অন্যটা বিসালে প্রথমতে ৩০ বছরে একটা সময়কাল, তারপর ৪০০ বছরে একটা সময়কাল দাঁড়ায়। এখান থেকেই আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে আলোচনা চালিয়ে যাব।

পুরাতন নয়িমে লপিবিদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ শেষে দনিগুলোর জন্য প্রভুর বাক্য, এবং সান ফ্রান্সসিকোর য়ে ধ্বংস আমরা দেখেছে, তমেনা নশ্চিতিভাবে সেগুলো পূর্ণ হবে। পত্র ১৫৪, ২৬ মে, ১৯০৬।